সমকাল

তারিখ 25 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

দুঃস্বপ্ন পেছনে ফেলে আসা

উত্তরাঞ্চলের মানুষের প্রাণের দাবি ছিল মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। সে দাবি পূরণ হয়েছে। এ ধরনের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বদা ছাত্রছাত্রীদের পদচারণায় মুখর থাকবে এবং চলবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা– এটাই স্বাভাবিক। এটাও কাঙ্ক্ষিত যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্তদের মধ্যে পথের-পার্থক্য থাকবে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সমাধানের পথ বের করার জন্য চলবে তর্ক-বিতর্ক। কিন্তু বেগম রোকেয়ার নামে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটিতে একটানা পাঁচ মাস এর কিছুই ঘটেনি। শিক্ষকদের একটি অংশ তাদের কিছু দাবি আদায়ের জন্য একের পর এক কর্মসূচি দিতে থাকে। ক্লাসরুমে তালা পড়ে। গবেষণাগার বন্ধ করে দেওয়া হয়। শিক্ষকদের দাবি কতটা যৌক্তিক কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অবস্থান যথার্থ কিনা– সেসব ভিন্ন বিষয়। আমাদের প্রশ্ন দাবি আদায়ে শিক্ষকদের কর্মসূচির ধরন নিয়ে। জ্ঞানের রাজ্যের কিছু আবশ্যকীয় নিয়ম থাকে, যা বিশ্বের সর্বত্র অনুসৃত হয়। আমাদের রাজনীতিকরা ক্ষমতার জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য হরতাল-অবরোধ-ডাকেন এবং তা পালনে পেট্রোল বোমায় মানুষ মারতে দ্বিধা করেন না তারা প্রায় ১৫ লাখ পরীক্ষার্থীর মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি করেন এবং এজন্য একটুও বিব্রতবোধ করেন না। কিন্তু শিক্ষকরা কি এমন পথ অনুসরণ করতে পারেন? ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় সাময়িক ক্ষতি হয়– এমন কোনো কিছুই তারা করতে পারেন না। কিন্তু সেটাই ঘটেছে এ প্রতিষ্ঠানে। প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণ করা যায়নি। প্রথম বর্ষে নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়াও থেমে ছিল। গত সোমবার থেকে ফের ক্লাস শুরুর পর অনেক ছাত্রছাত্রীই বলেছেন, তারা দুঃস্বপ্নের একটি সময় অতিক্রম করেছেন। এজন্য কারা দায়ী– সেটা নিয়ে উপাচার্য, প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং 'আন্দোলনকারী' শিক্ষকরা মূল্যায়নে বসবেন কি? আশা থাকবে, ভবিষ্যতে শিক্ষকরা এমন কিছু করবেন না যাতে শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। আন্দোলনকারী শিক্ষকরা বলবেন, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে ন্যায়নীতি নিয়ে ভাবার সময় থাকে না। হয়তো তাদের বক্তব্য সঠিক কিংবা সঠিক নয়। কিন্তু সবার ওপরে ছাত্রছাত্রী– এ শিক্ষা তো শিক্ষকরাই ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে থাকেন। নিজেরা সেটা কে অনুসরণ করবেন না?